শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

"মুজিববর্ষ পল্লী বিদ্যুতের সেবা বর্ষ"
"মুজিববর্ষেই নিশ্চিত হবে শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন"

সুপ্রিয় গ্রাহক,

আসসালামু আলাইকুম। আশা করি বিশ্বব্যাপী মহামারি করোনাভাইরাস (Covid-19) পরিস্থিতিতে আপনি ও আপনার পরিবারের সকলেই ভাল আছেন। মহান স্বাধীনতার মাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। সেই সাথে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী ৩০ লক্ষ শহীদ ও ২ লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনকে।

আপনারা জানেন যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের অঙ্গীকার করা হয়েছে। অতঃপর ১৯৭৫ সালে প্রকৌশলীদের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেন "বিদ্যুৎ ছাড়া কোন কাজ হয়না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী, সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে"। এরই ধারাবাহিকতায় পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম শুরু হয়।

বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ "সোনার বাংলা" বিনির্মাণের। তাই তিনি এক জনসমাবেশে বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন "আমি যদি বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারি, আমি যদি দেখি বাংলার মানুষ দুঃখী, আর যদি দেখি বাংলার মানুষ পেট ভরে খায় নাই, তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না"। স্বাধীনতা পরবর্তী এক বিশাল জনসমাবেশে জাতির পিতা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেছিলেন "এই স্বাধীন দেশে মানুষ যখন পেট ভরে খেতে পাবে, পাবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন; তখনই শুধু এই লাখো শহীদের আত্মা তৃপ্তি পাবে"। কিন্তু বাঙ্গালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা স্বাধীনতা অর্জনের স্বল্পতম সময়ে অপশক্তির ঘৃণ্য চক্রান্তে নির্মমভাবে নিহত হওয়ায় তাঁর স্বপ্নের "সোনার বাংলা" বাস্তবায়নে বাধাগ্রস্থ হয়।

অতঃপর তাঁরই সুযোগ্যকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধুর অপূর্ণ স্বপ্ন সুখী সমৃদ্ধ "সোনার বাংলা" বিনির্মাণের লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে "মধ্যম আয়ের দেশ" এবং ২০৪১ সালের মধ্যে "উন্নত দেশ" গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আর এ স্বপ্ন সফলভাবে বাস্তবায়নে কালজয়ী উদ্যোগ "ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ "ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী, মুজিববর্ষেই সমগ্র বাংলাদেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করেছে।

তাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী, "মুজিববর্ষ" এবং "স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে" স্বপ্নের "সোনার বাংলা" বিনির্মাণের লক্ষ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করার মাধ্যমে স্বাধীনতার মাসে জাতির জনকের রক্তঋণ শোধের ক্ষুদ্র প্রয়াসে অংশীদার হতে পেরে আমরা গর্বিত।

পরিশেষে আপনাদের সকলের মঙ্গলময় জীবন ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে,
মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ)
চেয়ারম্যান
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)

প্রচারে: সিরাজগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২